দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 APR 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ...
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

7

# নকল চাই

অনেক রকম দাবী-দাওয়ার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ। কোন না কোন দাবীর সঙ্গে আমাদের কিছু না কিছু সম্পর্ক আছেই। বেতন বৃদ্ধির দাবী, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবী, বাস-ভাড়া বাড়াবার দাবী, বাসভাড়া কমাবার দাবী, সড়ক সংস্কারের দাবী—দাবী অন্তহীন। সব দাবীই যে পূরণ হয় তা নয় তবু নতুন নতুন দাবীর সংযোজন হয়েই চলেছে। পরীক্ষায় নকলের দাবী এই রকম নব্যদাবীর একটি। একেবারেই নতুন একথা বলা যাবে না। তবে এখনো পুরনো হয়ে যায়নি। বেশ লাগে শুনতে।

এরকম চমকপ্রদ দাবী তুলেছিলেন চাঁপাইনওয়াবগঞ্জের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা। এই পরীক্ষার্থীরা একটা মৌলিক বিষয় বুঝে ফেলেছেন—একথা মানতেই হবে। তারা ঠিক বুঝেছেন, দাবী আদায় করে নিতে হয়। জোর করে আদায় না করে শুধু চাই চাই করলে লাভ হয় না। উক্ত পরীক্ষার্থীরা জবরদস্তির নীতিই অনুসরণ করেছেন বোঝা যায়। দৈনিক বাংলার সংবাদ-দাতা জানিয়েছেন নকলে বাধা দেয়া হলে ক্রুদ্ধ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। শিবগঞ্জের আদিনা এ কে ফজলুল হক সরকারী কলেজ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

পরীক্ষায় যে নকল হয় সেকথা আমরা তো সবাই জানি। স্বাধীনতাউত্তরকালের ষোল বছর ব্যাপক নকল দেখে দেখে নকল-বিহীন পরীক্ষা আমাদের কাছে প্রায় অকল্পনীয় হয়ে উঠেছে। তবে কি, নকল হলেও একটু রেখে ঢেকে কাজটা করার একটা রেওয়াজ ছিল এতোদিন। এখন বোধহয় আর তেমন থাকারও দরকার নেই। কেনই বা থাকবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ যা করে থাকে তা নিয়ে এত ঢাক ঢাক গুর গুর কিসের? সংখ্যাগরিষ্ঠের জয়কার সর্বত্র। শুধু ভোটের বাক্সে নয়, পরীক্ষা কেন্দ্রেও। নকল বা পরীক্ষা হলেও সই, না হলেও সই। ভয় শুধু ওই আগুনকে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে এরকম আগুন জ্বলতে থাকলে বড়ই মুশকিলের কথা। এতসব ঝামেলার চেয়ে এইসব পরীক্ষা-টরীক্ষার পাট একেবারে চুকিয়ে দেয়া যায় না? মাথাও থাকবে না, মাথার ব্যথাও থাকবে না।